



বৃষ্টিবিষয়ক স্থায়ী কমিটি

অনন্যা খান

আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের দুই স্তম্ভের মাঝখানে মাটি থেকে অল্প উঁচু একটি পাথরের ফলকে সোনালি অক্ষরে লেখা ছিল, "জ্ঞান, ন্যায় ও যোগ্যতা।" বর্ষাকালে নর্দমার পানি উঠতে শুরু করলে প্রথমে ডুবে যেত "যোগ্যতা", তারপর "ন্যায়"। শেষ পর্যন্ত পানির ওপর শুধু "জ্ঞান" শব্দটির মাথা দেখা যেত। দূর থেকে সেটিও কখনো "জান" বলে মনে হতো।

শিরিন শায়লার যোগদানের দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। এমন বৃষ্টি, যেন আকাশের কোনো সরকারি দপ্তর বহু বছরের জমে থাকা অভিযোগ একদিনে নিষ্পত্তি করতে নেমেছে। ঠিক দশটা বেজে সাতাশ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটি কালো গাড়ি এসে থামল।

গাড়ির কাচ ছিল গাঢ়, নম্বরপ্লেট কাদা দিয়ে ঢাকা, আর সামনের কাচে তিনটি স্টিকার লাগানো ছিল।

ভিআইপি।

বিশেষ অনুমোদিত।

প্রশ্ন করা নিষেধ।

একই গাড়ি থেকে নামলেন শিরিন শায়লা ও অধ্যাপক গাজী আমিন আল মোল্লা। আল মোল্লার হাতে ছিল বড় একটি কালো ছাতা। ছাতার নিচে দুজনের জায়গা ছিল, তবে তাঁদের মধ্যকার দূরত্ব এত কম যে নিরাপত্তারক্ষী একবার ভেবেছিল, ছাতাটি হয়তো একজনের জন্যই তৈরি। গাড়ি থেকে নামার আগে ভেতরে কয়েক সেকেন্ড আলো জ্বলেছিল। তারপর হঠাৎ নিভে যায়। শায়লা নেমে তাঁর ওড়না ঠিক করলেন। আল মোল্লা নিজের কলার ঠিক করলেন। দুজনের মুখেই এমন এক ধরনের গান্ধীর্ষ ছিল, যা সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অথবা ব্যক্তিগত ভুলের পর দেখা যায়।

নিরাপত্তারক্ষী সঙ্গে সঙ্গে স্যাঁলুট করল। সে গাড়ির কাগজপত্র দেখতে চাইল না। আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ি যত বড় হতো, তার কাগজ তত কম প্রয়োজন হতো।

আল মোল্লা শায়লার কানের কাছে একটু ঝুঁকে বললেন, "অভিনন্দন, ম্যাডাম। আজ থেকে আপনি রাষ্ট্রের মেধা নির্মাণ করবেন।"

শায়লা মৃদু হেসে বললেন, "আপনি পাশে থাকলে আমি আরও অনেক কিছুই নির্মাণ করতে পারি।"

নিরাপত্তারক্ষী কথাটি শুনেও না শোনার ভান করল। সরকারি চাকরিতে তার সবচেয়ে বড় দক্ষতা ছিল নিজের শ্রবণশক্তি নিয়ন্ত্রণ করা।

শায়লার হাতে ছিল জলরোধী প্লাস্টিকে মোড়া নিয়োগপত্র। তাতে সাতটি সিল, চারটি স্বাক্ষর, দুটি ভুল বানান এবং এমন একটি তারিখ ছিল, যেদিন নিয়োগ বোর্ডের কোনো সভাই হয়নি। প্রশাসন বলেছিল, সরকারি কাগজে ভুল থাকা স্বাভাবিক। বরং ভুল না থাকলে কাগজটি জাল হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

শিরিন শায়লা দীর্ঘদিন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল, পোশাকের রুচি ছিল এবং কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দীর্ঘ সময় কথা বলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

শুধু স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটি ছিল না। এই কারণে আগের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর

পদোন্নতি হয়নি। কর্তৃপক্ষ বলেছিল, প্রয়োজনীয় ডিগ্রি ছাড়া পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব নয়। শায়লা তখন বুঝেছিলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বড়ই নির্মম। সেখানে কখনো কখনো নিয়ম সত্যিই মানা হয়। কিন্তু আল হিকমাহ ছিল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে নিয়ম আরও কঠোর। এতটাই কঠোর যে নিয়ম বাঁকাতে বিশেষজ্ঞ, সাক্ষী, খাম এবং কখনো কখনো নৈশভোজ প্রয়োজন হতো।

অধ্যাপক গাজী আমিন আল মোল্লা ছিলেন সেই বিশেষজ্ঞদের একজন। তিনি একসময় মাজিরাহ দেশের সবচেয়ে নামকরা প্রতিষ্ঠান দারুল ইলম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর বই ছিল, গবেষণাপত্র ছিল, বিদেশি সম্মেলনের ছবি ছিল এবং এমন কিছু কমিটির সদস্যপদ ছিল, যেসব কমিটি কেন গঠিত হয়েছিল তা কেউ জানত না। তারপরও তাঁর ধারণা ছিল, দারুল ইলম তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয়নি।

তিনি প্রায়ই বলতেন, "যোগ্য মানুষের মূল্য এ দেশে বৃষ্টির পানির মতো। সবাই পা দিয়ে মাড়ায়, কিন্তু কেউ বোতলে ভরে রাখে না।" অবশ্য তিনি নিজে সবসময় বোতলজাত পানি খেতেন।

দারুল ইলমের আগে তিনি বহু বছর আল আমিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেছিলেন। শিরিন শায়লা তখন সেখানে ছাত্রী ছিলেন। সেই সময় থেকেই নিয়োগপ্রক্রিয়ার প্রতি আল মোল্লার গভীর আগ্রহ জন্মে। তিনি গবেষণা করে দেখেছিলেন, কোন দরজায় দিনের বেলা কড়া নাড়তে হয় এবং কোন দরজায় রাতের বেলা।

তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, মোটা খামের ভেতর পাতলা জীবনবৃত্তান্ত রাখলে জীবনবৃত্তান্তের ওজন বেড়ে যায়। তিনি আরও প্রমাণ করেছিলেন, কোনো প্রার্থীর যোগ্যতায় ঘাটতি থাকলে সুপারিশ, উপহার, ব্যক্তিগত আনুগত্য এবং বিশেষ বোঝাপড়া দিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করা যায়। তাঁর এই তত্ত্বের নাম ছিল প্রশাসনিক বাষ্পীভবন নীতি। এই নীতি অনুসারে, যথেষ্ট উত্তাপ দিলে অযোগ্যতা চোখের সামনেই উধাও হয়ে যায়।

শায়লা যখন আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আল মোল্লা বলেছিলেন, "যোগ্যতা নিয়ে চিন্তা করবেন না। যোগ্যতা

আপেক্ষিক। সম্পর্কই পরম।“

শায়লা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কোন সম্পর্ক?"

আল মোল্লা হাসলেন। "যেটা ফাইলে লেখা থাকে না।"

এরপর তিনি উপাচার্যের সঙ্গে তিনবার দেখা করেন। প্রথম দিন নিয়ে যান আম। দ্বিতীয় দিন নিয়ে যান একটি দামি কাপেট। তৃতীয় দিন তাঁর হাতে দৃশ্যমান কিছু ছিল না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িচালক পরে বলেছিল, তৃতীয় রাতে আল মোল্লা ও শায়লা দুজনেই উপাচার্যের বাংলো থেকে বেরিয়েছিলেন। শায়লার চুল তখন ভেজা ছিল, যদিও সেদিন বৃষ্টি হয়নি। পরদিন গাড়িচালককে পরিবহন শাখা থেকে গ্রন্থাগারের বাঁধাই বিভাগে বদলি করা হয়।

আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ শাখা ছিল প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায়। বর্ষায় সেখানে হাটুসমান পানি জমত। তাই প্রত্যেক প্রার্থীকে সব কাগজের বারোটি কপি জমা দিতে বলা হতো।

প্রথম দশটি পানিতে নষ্ট হতো। একটি হারিয়ে যেত। শেষ কপিটি প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যেত অথবা পাওয়া যেত না।

শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট লেখা ছিল, প্রার্থীকে প্রতিটি পরীক্ষায় নির্ধারিত ন্যূনতম ফল অর্জন করতে হবে। শায়লার ফল সেই সীমার নিচে ছিল। ফাতিহা রহমানের ফল সীমার ওপরে ছিল।

ফাতিহা দুই বছর ধরে আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছিলেন। তাঁকে বলা হতো অতিথি শিক্ষক।

নাম শুনে মনে হতো, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করে। বাস্তবে তিনি পূর্ণাঙ্গ কোর্স পড়াতেন, কিন্তু তাঁর বসার ঘর ছিল না। বিভাগীয় সভায় ডাক পড়ত, কিন্তু মতামত দেওয়ার অধিকার ছিল না। পরীক্ষার খাতা সময়মতো দেখতে হতো, কিন্তু সম্মানী পেতেন হিসাব শাখার স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে।

ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ভালোবাসত। তিনি কঠিন বিষয় সহজ করে বোঝাতেন,

খাতা মন দিয়ে দেখতেন এবং ভুল উত্তরের ভেতরেও যুক্তির চেষ্টা খুঁজে বের করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান ও ন্যায়বোধের জায়গা। পেশাগত জীবনে এটাই ছিল তাঁর প্রথম বড় ভুল।

আল মোল্লাও আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে একটি বিশেষ কোর্স পড়াতেন। তাঁর ক্লাসের সময়সূচি কেউ নিশ্চিতভাবে জানত না। তবে নিয়োগ বোর্ডে তাঁর উপস্থিতি সবসময় নিশ্চিত থাকত। তিনি ফাতিহাকে ভালোভাবেই চিনতেন। একদিন করিডরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "তোমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে। সামনে এগিয়ে যাও।" মাজিরাহ দেশে সাধারণত যারা কারও সামনে এগোনোর পথ আটকে রাখত, তারাই এ ধরনের কথা সবচেয়ে বেশি বলত।

নিয়োগ সাক্ষাৎকারের দিন বৃষ্টি আরও বেড়ে গেল। ফাতিহা সার্টিফিকেট, গবেষণাপত্র এবং শিক্ষাদানের প্রমাণপত্র নিয়ে হাজির হলেন। শায়লার হাতে কোনো ফাইল ছিল না। আল মোল্লা তাঁকে আগেই বলেছিলেন, "বেশি কাগজ নিলে বোর্ড বিভ্রান্ত হয়। আর তোমার যা দরকার, সেটা কাগজে নেই।"

সিভিলিকিট কক্ষের মাঝখানে উপাচার্য বসেছিলেন। তাঁর ডান পাশে আল মোল্লা। দেয়ালে ঝুলছিল মাজিরাহের জ্ঞান ও শুদ্ধাচারবিষয়ক মন্তব্যের ছবি। কেউ "মেধা" শব্দটি উচ্চারণ করলেই ছবিটি সামান্য একদিকে কাত হয়ে যেত।

ফাতিহাকে প্রথমে ডাকা হলো। তিনি পাঠদান, গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বোর্ডের একজন সদস্য তাঁর মূল্যায়নপত্রে ভালো নম্বর লিখতে শুরু করেছিলেন। ঠিক তখন আল মোল্লা কাশি দিলেন। এটি সাধারণ কাশি ছিল না। এটি ছিল পুনর্বিবেচনার কাশি। বোর্ডের সদস্য সঙ্গে সঙ্গে লেখা নম্বর কেটে দিলেন।

আল মোল্লা বললেন, "আপনি কি মনে করেন, ডিগ্রি এবং ফলাফলই সব?" ফাতিহা বললেন, "সব নয়, স্যার। তবে বিজ্ঞপ্তিতে চাওয়া যোগ্যতাগুলো গুরুত্বপূর্ণ।"

আল মোল্লা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "আপনি খুব নিয়মকেন্দ্রিক।"

উপাচার্য মাথা নাড়লেন। একজন সদস্য মূল্যায়নপত্রে লিখলেন,
"প্রাতিষ্ঠানিক নমনীয়তার অভাব।"

ফাতিহা বেরিয়ে যাওয়ার পর শায়লাকে ডাকা হলো। উপাচার্য তাঁর খালি
হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার কাগজপত্র?"
আল মোল্লা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "স্যার, মানুষকে কাগজ দিয়ে বিচার করা
উচিত নয়।"

শায়লা তাঁর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন, যেন কথাটির একটি
ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। দেয়ালে ঝোলানো মন্ত্রীর ছবিটি সোজা হয়ে গেল।
শায়লাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কী অবদান রাখতে
পারবেন।

শায়লা বললেন, "আনুগত্য।"

বোর্ডের সদস্যরা গভীরভাবে মুগ্ধ হলেন। সন্ধ্যার আগেই তাঁর নিয়োগ
চূড়ান্ত হয়ে গেল।

ফাতিহাকে আরও এক বছরের জন্য খণ্ডকালীন শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব
দেওয়া হলো। চিঠিতে লেখা ছিল, "আপনার মূল্যবান সেবা অব্যাহত রাখার
সুযোগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দিত।"

নিচে ছোট অক্ষরে লেখা ছিল, "প্রয়োজনে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই
সেবা সমাপ্ত করা যাবে।"

সেদিন রাতে ফাতিহার ভাড়া বাসার ছাদ দিয়ে তিন জায়গায় পানি পড়ছিল।
তিনি তিনটি বাটি রেখে প্রত্যাখ্যানপত্রটি পড়লেন। চিঠিতে লেখা ছিল,
"প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অধিক
সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে।"

বাইরে নর্দমার পানিতে পলিথিন, শুকনো পাতা এবং নির্বাচনী পোস্টার

পাশাপাশি ভাসছিল। ফাতিহা সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি উচ্চশিক্ষা নেবেন। তিনি ভাবলেন, আরও বড় ডিগ্রি থাকলে অন্তত কেউ তাঁর যোগ্যতা অস্বীকার করতে পারবে না।

পেশাগত জীবনে এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় বড় ভুল।

পরের এক বছর তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষকতার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা চালিয়ে গেলেন। বিদ্যুৎ না থাকলে মোমবাতির আলোয় পড়লেন। লাইব্রেরির ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়লে বইয়ের ওপর পলিথিন ধরে গবেষণা করলেন।

অন্যদিকে শিরিন শায়লা খুব দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিলেন। তিনি একাডেমিক মান নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য হলেন। ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ উপকমিটিতে যোগ দিলেন। "উচ্চশিক্ষায় মেধার গুরুত্ব" শিরোনামে বক্তৃতা দিলেন।

বক্তৃতায় তিনি বললেন, বর্তমান প্রজন্মের তরুণেরা খুব দ্রুত সবকিছু পেতে চায়। প্রথম সারিতে আল মোল্লা বসেছিলেন। শায়লা যখনই "নৈতিকতা" শব্দটি বলছিলেন, তিনি চোখ নামিয়ে হাসছিলেন।

ক্যাম্পাসে গুজব ছড়াল, আল মোল্লা সপ্তাহে একদিন শায়লার কক্ষে গবেষণা তদারকি করতে আসেন। কিন্তু শায়লার কোনো গবেষণা ছিল না। আর কক্ষটির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকত।

দপ্তর থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো, তাঁরা যৌথভাবে নীরব জ্ঞানচর্চা করতেন।

পরের বছর আবার শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। ফাতিহা আবেদন করলেন। এবার তাঁর উচ্চতর ডিগ্রি ছিল, গবেষণা ছিল, অভিজ্ঞতা ছিল। বিজ্ঞপ্তিতে যে যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি যোগ্যতা ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, এবার অন্তত তাঁর প্রতি অন্যায় করা কঠিন হবে।

সাক্ষাৎকার কক্ষে ঢুকে দেখলেন, আগের মতোই আল মোল্লা উপাচার্যের পাশে বসে আছেন।

ফাতিহা সালাম দিলেন।

আল মোল্লা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কে?"

ফাতিহা প্রথমে ভেবেছিলেন, তিনি রসিকতা করছেন।

"স্যার, আমি ফাতিহা রহমান। দুই বছর ধরে এই বিভাগে পড়াচ্ছি। আপনার সঙ্গেও একই প্রোগ্রামে কাজ করেছি।"

আল মোল্লা চশমা ঠিক করলেন।

"আমি অনেক মানুষের সঙ্গে কাজ করি।"

ফাতিহা তাঁর উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার কথা বলা শুরু করলেন। আল মোল্লা মাঝপথে থামিয়ে দিলেন।

"এটাই আপনার সমস্যা।"

ফাতিহা জিজ্ঞেস করলেন, "কোনটি, স্যার?"

আল মোল্লা বললেন, "আপনি মিসফোকাসড।"

শব্দটি কক্ষের ভেতর ঢুকে মশার মতো ঘুরতে লাগল।

উপাচার্য বললেন, "হ্যাঁ, মিসফোকাসড।"

ডিন বললেন, "অত্যন্ত মিসফোকাসড।"

ফাতিহা বললেন, "কিন্তু আমার উচ্চশিক্ষা তো এই পদের সঙ্গেই সম্পর্কিত।"

আল মোল্লা হাত তুলে তাঁকে থামালেন।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু ডিগ্রিধারী মানুষ প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ।"

পদটি পেলেন এমন একজন, যার মামা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপদেষ্টার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর ডিগ্রি কম ছিল। তবে তাঁর পারিবারিক ভারসাম্য ছিল অসাধারণ।

সেদিন বিকেলে বৃষ্টি ভয়ংকর রূপ নিল। পানি নিয়োগ শাখা পেরিয়ে প্রশাসনিক ভবনে ঢুকে গেল। একসময় সিভিকিট কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তারপর ঘটল এমন এক ঘটনা, যা আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি।

তালাবদ্ধ ফাইলের আলমারিগুলো নিজে থেকেই খুলে গেল। হাজার হাজার কাগজ পানিতে ভেসে বেরিয়ে এলো। আবেদনপত্রগুলো কাগজের নৌকার মতো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ল। নম্বরপত্র গাছের ডালে আটকে গেল। সুপারিশপত্র ল্যাম্পপোস্ট জড়িয়ে ধরল। সিলমারা খামের ভেতর থেকে গোপন হিসাবের কালি পানিতে মিশে গেল।

শিক্ষার্থীরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ভেসে যেতে দেখল। তারা দেখল, বেশি নম্বর কেটে কম করা হয়েছে। কম নম্বরের পাশে নতুন সংখ্যা বসানো হয়েছে। সাক্ষাৎকারের আগেই নিয়োগপত্র তৈরি করা হয়েছে। একই হাতের লেখা পাওয়া গেছে আবেদনপত্র, সুপারিশপত্র এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তে।

একটি কার্যবিবরণীতে আল মোল্লার কাশিকে লেখা হয়েছে,
"বিষয়বিশেষজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ।"

আরেকটি খামে পাওয়া গেল একটি হোটেলের বিল।
দুই কাপ কফি।

একটি ডাবল কক্ষ।

অতিথির নামের জায়গায় লেখা,

"একাডেমিক পরামর্শ।"

সবশেষে একটি মোটা খাতা ভেসে এলো। খাতার মলাটে লেখা ছিল,

"মেধা নিবন্ধন খাতা।"

ভেতরের সব পৃষ্ঠা সাদা।

ফাতিহা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে কাগজগুলো দেখছিলেন। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হলো, এবার সত্য আর চাপা রাখা সম্ভব হবে না।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করল। কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হলেন অধ্যাপক গাজী আমিন আল মোল্লা। সদস্যসচিব হলেন শিরিন শায়লা।

তিন মাস তদন্তের পর কমিটি সিদ্ধান্ত দিল,

"বন্যার পানি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে।"

কমিটি ভবিষ্যতে আরও উঁচু আলমারি কেনার সুপারিশ করল। জানালায় মোটা কাচ বসানোর প্রস্তাব দিল। আর যারা ভেসে আসা কাগজ পড়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনল।

সেই সঙ্গে নতুন একটি দপ্তর খোলা হলো। দপ্তরের নাম,

"বৃষ্টিবিষয়ক স্থায়ী কমিটি।"

কমিটির কাজ বৃষ্টি বন্ধ করা নয়। পরবর্তী বন্যায় সত্য যেন আরও দ্রুত ডুবে যায়, তা নিশ্চিত করা।

কয়েক বছর পর ফাতিহা আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেলেন। অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করলেন।

তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বলতেন, "প্রতিষ্ঠান শুধু ভবন, সিল বা পদ দিয়ে তৈরি হয় না। সেখানে একই কাজ বারবার হতে হতে একসময় সেটাই নিয়ম হয়ে যায়, কাজটি ভুল হলেও।"

আল হিকমাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিরিন শায়লার পদোন্নতি হলো। আল মোল্লা উচ্চশিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেলেন।

পুরস্কার নেওয়ার সময় প্রথম সারিতে বসা শায়লার দিকে তাকিয়ে তিনি চোখ টিপেছিলেন কি না, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের ক্যামেরা ঠিক তখনই অন্যদিকে ঘুরে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের পাথরের ফলকটি নতুন করে পালিশ করা হলো। সোনালি অক্ষরগুলো আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"জ্ঞান, ন্যায় ও যোগ্যতা।"

তারপর আবার বর্ষা এলো। নর্দমার পানি বাড়তে শুরু করল।

প্রথমে ডুবে গেল "যোগ্যতা"।

তারপর ডুবে গেল "ন্যায়"।

শেষ পর্যন্ত পানির ওপর শুধু "জ্ঞান" শব্দটির মাথা দেখা গেল।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে অবশ্য কেউ আর মনে করতে পারল না, শব্দটির অর্থ কী।